সংবাদ

তারিখ 09 JUL 1985
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫
00011

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র বেড়েছে ৫০ হাজার।। শিক্ষক ১৬ জন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত '৮৩-৮৪ অর্থবছরের তুলনায় '৮৪-৮৫তে দেশের প্রাইমারী স্কুলে ছাত্রছাত্রী বেড়েছে ৫০ হাজার। কিন্তু এই সময়ে প্রাইমারী শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ১৬ জন।

সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যায়, '৮২-৮৩ অর্থবছরে দেশে প্রাইমারী স্কুল ছিল ৪৪ হাজার ২৮টি, শিক্ষক-শিক্ষিকা ছিলেন ১ লাখ ৮৮ হাজার ২৪৩ জন আর ছাত্রছাত্রী ছিল ৮৪ লাখ। '৮৩-৮৪ অর্থবছরে প্রাইমারী স্কুল ছিল ৪৪ হাজার ১১৯টি, শিক্ষক-শিক্ষিকা ১ লাখ ৮৯ হাজার ৮৮৪ জন, ছাত্রছাত্রী ছিল ৮৪ লাখ ৫০ হাজার। গত '৮৪-৮৫ অর্থবছরে স্কুলের সংখ্যা ৮১টি বেড়ে ৪৪ হাজার ২০০তে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা মাত্র ১৬ জন বেড়েছে, মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৮৯ হাজার ৯০০তে। আর প্রাইমারী স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা এখন ৮৫ লাখ। এই বছরে প্রতি প্রাইমারী স্কুলে গড়ে ৪ জন শিক্ষক ও ১৯২ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের অনুপাত ৪৫ : ১।

মাধ্যমিক শিক্ষা

নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সংখ্যা এবং এগুলির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা '৮৩-৮৪ অর্থবছরের তুলনায় '৮৪-৮৫তে বেড়েছে। গত অর্থবছরে নিম্ন মাধ্যমিক

(শেষ পৃ: ৪-এর ক: দ্র:)

প্রাথমিক বিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ১ হাজার ৭৭৬, মাধ্যমিক স্কুলের ২১ লাখ ৮২ হাজার ৬ ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ৭২ হাজার। নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গত অর্থবছর পর্যন্ত ছিল যথাক্রমে ২২০০, ৬ হাজার ৮৮৫ ও ২৭৬।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা '৮৩-৮৪ সালের পর আর বাড়েনি। ২৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যাও এক বছরে বাড়েনি, ৩ হাজারই রয়েছে।

প্রতিটি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে বছরে গড়ে ১১ জন শিক্ষক ও ৩১৭ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। নিম্ন মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে গড়ে ৬ জন শিক্ষক ও ১৩৭ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে।